যুব বার্তা

ত্রৈমাসিক সংবাদ সাময়িকী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ (প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০২৪)

৫৪তম সংখ্যা

ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসান এমপি

মাননীয় মন্ত্রী জনাব নাজমুল হাসান এমপি এর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রথম শুভাগমনে মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান ড. মহিউদ্দীন আহমেদ সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

মাননীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী জনাব নাজমুল হাসান এমপি কে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ফুলেল অভ্যর্থনা জানান মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান ও অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নবনিযুক্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী জনাব নাজমুল হাসান এমপি। কিশোরগঞ্জ-৬ সংসদীয় আসনের চারবারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব নাজমুল হাসান এমপি দীর্ঘ এক দশকের বেশী সময় বিসিবির সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি ঢাকা আবাহনী ক্লাবের পরিচালক পদেও আসীন আছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান এবং সমাজকর্মী ও রাজনীতিবিদ আইভি রহমানের সন্তান।

জনাব নাজমুল হাসান এমপি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৪ জানুয়ারি /২৪ তারিখে সকাল ৯.০০টায় মন্ত্রণালয়ে শুভাগমন করেন। এ আনন্দঘন মূহুর্তে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ মন্ত্রীকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। পরিচিতি সভার শুরুতে মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তরসমূহ থেকে মন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষে শুভেচ্ছা জানান মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান ও অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। এরপর বেলা ৩.০০ টায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভা কক্ষে বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। যুব উন্নয়ন অধিপ্তরের স্বাধীনতা অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর সভাপতি ও পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান এর নেতৃত্বে অন্যান্য কর্মকর্তাগণ মন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। শুভেচ্ছা গ্রহণ শেষে গণমাধ্যমের সাথে আলাপকালে মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, "আমাদের স্টেডিয়ামসহ যথেষ্ট পরিমাণ ক্রীড়া অবকাঠামো রয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্টেডিয়াম এর চেয়ে আমাদের খেলার মাঠ বেশী জরুরী, যেটি আমাদের তরুণ প্রজন্মসহ সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। খেলোয়ার সৃষ্টিতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের গুরুত্বারোপ করা হবে। তিনি আরো বলেন আমাদের অনেক ফেডারেশন ভালো ফলাফল করছে। আমাদের ফুটবল এগিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে নারী ফুটবলাররা ভালো করছে। ছেলেরাও উন্নতি করছে। শুটিং, আর্চারিসহ আরো কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করছে। ক্রিকেটের মত অন্যান্য খেলাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সব রকমের সহযোগিতা করা হবে।"

যুব উন্নয়ন অধিপ্তরের স্বাধীনতা অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর সভাপতি ও পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে মন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান

ইতঃপূর্বে মাননীয় মন্ত্রী তাঁর মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে জানান, যেহেতু মন্ত্রণালয়ের নামের শুরুতে 'যুব' উল্লেখ রয়েছে সেহেতু তিনি যুবদের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবেন। দেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যুব জনগোষ্ঠির আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তিনি যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

প্রকাশনায়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, E-mail: publication@dyd.gov.bd, Website: www.dyd.gov.bd www.facebook.com/departmentofyouthdevelopmenthq

জাতীয় যুবদিবস ২০২৩ উদ্‌যাপিত

জাতীয় যুব দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

জাতীয় যুব দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য যুবর‍্যালি

" স্মার্ট যুব সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ " প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে দেশব্যাপী জাতীয় যুব দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। জাতীয় যুব দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১ নভেম্বর বুধবার সকালে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের শহীদ শেখ কামাল অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি। অনুষ্ঠানের সূচনালগ্নে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান। তিনি তাঁর বক্তব্যে যুব কল্যাণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের গৃহীত কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরেন। যুব সমাজের উন্নয়নে বর্তমান আওয়ামী সরকারের ভবিষ্যত পরিকল্পনার বিস্তারিত প্রতিবেদন তাঁর বক্তব্যে প্রাধান্য পায়। তিনি যুব দিবসের প্রাক্কালে যুবসমাজকে অভিনন্দন জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি বলেন জাতীয় যুব দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে তিনি দেশের যুবসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও আমরা নানা কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন , যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রায় ৬৯ লক্ষ যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে ২৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৪৪১ জন যুব আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৯৭০ জন যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন,শুরু থেকে এযাবৎ প্রায় ১০ লক্ষ ৫০ হাজার যুবদের মাঝে প্রায় ২৪১৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১০ জানুয়ারি ২০২১ হতে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা হারে উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মসংস্থান ব্যাংক ও এনআরবিসি ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে যুবদের অধিকহারে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

যুব কল্যাণ তহবিলের মাধ্যমে যুব সংগঠনসমূহকে নিয়মিত আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়নে যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ইমপ্যাক্ট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের পূর্ববর্তী ২টি পর্বে সমগ্র দেশে ৩৪ হাজার পরিবেশ বান্ধব বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। নতুন মেয়াদে (৩য় পর্ব) এ প্রকল্পের মাধ্যমে আরও ৩২ হাজার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য Economic Acceleration and Resilince for NEET(EARN) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ৩৩৪৮ কোটি টাকা বিশ্বব্যাংক ঋণ সহায়তা হিসেবে প্রদান করবে। ৫ বছরে প্রায় ৯ লক্ষ যুব প্রত্যক্ষভাবে এ প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হবে, যার মধ্যে অনূন্য ৫০ শতাংশ নারী। " শিক্ষিত বেকার যুবদের মধ্য হতে কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি " শীর্ষক প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ৮ টি বিভাগের ১৬টি জেলায় তিন মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রায় ৬৪০০ জন যুব আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সুযোগ পাবে।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, " আমি বিশ্বাস করি আমাদের যুবসমাজ কখনই ভুল করতে পারেনা। ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে মূল শ্লোগান ছিল " তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি "। আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বাস করেন যে, এই তারুণ্যই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়েছে এবং অচিরেই তারা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।" তিনি জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যমী ও মানবিক গুণাবলিকে যুবদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ২০২২ হতে " শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড " চালু করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৫টি ক্যাটাগরিতে মোট ১২ জন যুবকে "শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওর্য়াড-২০২২" প্রদান করা হয়েছে।

তিনি বলেন " যতসংখ্যক সম্ভব যুবসমাজকে আমরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। ঋণ সহায়তার ব্যবস্থা করেছি। আমরা জানি বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের উন্নত,সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশে উন্নীত করতে যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য।" তিনি জাতীয় যুব দিবস ২০২৩ এর সকল আয়োজনে দেশের যুবসমাজসহ দেশবাসীকে অংশগ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান।

আলোচনা সভার সভাপতি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ তাঁর বক্তব্যে যুবসমাজের কল্যাণে বর্তমান যুববান্ধব সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি তুলে ধরেন। তিনি যুব দিবসের এ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবর্গ, অংশগ্রহণকারী যুব, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক ও আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি কৃতজ্ঞতা জানান মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপির প্রতি।

আলোচনা অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য যুব র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় যুব দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে সাতক্ষীরায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রশিক্ষনার্থীদের সনদ প্রদান করছেন প্রধান অতিথি বীরমুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি, মাননীয় সংসদ সদস্য, সাতক্ষীরা-০২

মাগুরা জেলায় জাতীয় যুব দিবস ২০২৩ এর বর্নাঢ্য যুবর‍্যালি

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক(গ্রেড-১)

পরিবেশ উন্নয়নে অবদান রাখায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরিশালের জেলা প্রশাসক ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান কে "জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৭" প্রদান করেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক(গ্রেড-১) পদে গত ০৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান যোগদান করেছেন। তিনি ১৩' শ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। এ অধিদপ্তরে যোগদানের পূর্বে তিনি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) তে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) পদে কর্মরত ছিলেন। ২৫ এপ্রিল ১৯৯৪ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করে তিনি মাঠ পর্যায়ে রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ,গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় চাকুরি করেন। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে সফলতা ও অর্জনসমূহ:

- ২০১৬ সালে বরিশালে জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালনকালে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে প্রায় অর্ধলক্ষ মানুষের অংশগ্রহণে বরিশাল মহানগরীর জেল খালসহ ২৩ টি খাল দখলমুক্ত করেন। এ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৭ সালের ৪ জুন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আনুষ্ঠানিকভাবে "জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৭ পদকে তাঁকে ভূষিত করেন।
- ২০১৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মোবাইল ফোনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে অনলাইন সংলাপে যুক্ত থেকে সরকারি 'আলাপন' অ্যাপের শুভ উদ্বোধনে অংশগ্রহণ।
- ফেসবুক গ্রুপ ও ফেসবুক পেজ চালু করে নাগরিক সেবার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন; বরিশাল কালেক্টরেট স্কুল প্রতিষ্ঠাকরণ।
- ২০১৬ সালে বরিশাল ওয়াপদা কলোনিতে অবহেলায় পড়ে থাকা মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত 'টর্চারসেল,ব্যাঙ্কার ব্রিজ ' উদ্ধার ও দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্তকরণ।
- ২০১৭ সালে বরিশাল টু ভোলা মহাসড়কের ৪.৮ কিলোমিটার রাস্তার দু'পাশে কৃষ্ণচুড়া, সোনালু ও জারুল প্রজাতির ৩ হাজার চারা রোপণের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন।
- ২০১৮-২০২০ সালে বেজা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কর্মরত থাকাকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ৪০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য-সেবা উৎপাদন ও রপ্তানি ; ১০ মিলিয়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
- রূপকল্প ২০২১, এসডিজি ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১; বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন,পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে নিয়োজিত থাকা।

পিএইচডি ডিগ্রিধারী উচ্চশিক্ষিত এ সরকারি কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনে যেমন বদ্ধপরিকর তেমনি তিনি একজন মানবিক ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ২০১৭ সালে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ১.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে নির্ধারিত ডিজাইন ও প্রাক্কলনে একজন গৃহহীনকে নতুন ঘর প্রদান করেন। দেশ-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী এ দক্ষ কর্মকর্তা লেখালেখিতেও সিদ্ধ হস্ত। ইতোমধ্যেই তাঁর বেশকিছু প্রকাশনা প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বাংলাদেশের উপন্যাসে ভূমি ও মানুষ (গবেষণা গ্রন্থ), সাহিত্য গবেষণা: বিষয় ও কৌশল (গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থ), প্রাতিস্বিক অনুভব (কাব্য গ্রন্থ), অনন্ত স্পন্দন (কাব্য গ্রন্থ)। সাহিত্য গবেষণার জন্য তিনি মহাকবি মধুসূদন পদক ২০১০ লাভ করেন।

জামালপুর জেলার বকশিগঞ্জ উপজেলার এক মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বড় তিন ভাই মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আপন ভাই গাজী মোঃ আহাদুজ্জামান মহান মুক্তিযুদ্ধে ১১ নম্বর সেক্টরে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শাহাদৎ বরণ করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ ও জনগণের সেবায় প্রত্যয়ী এ কর্মকর্তা ব্যক্তিগত জীবনে তিন সন্তানের জনক। তাঁর সহধর্মিনী প্রফেসর জাহানারা জামান একজন সফল শিক্ষাবিদ, তিনি বর্তমানে ইডেন মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং GRS সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

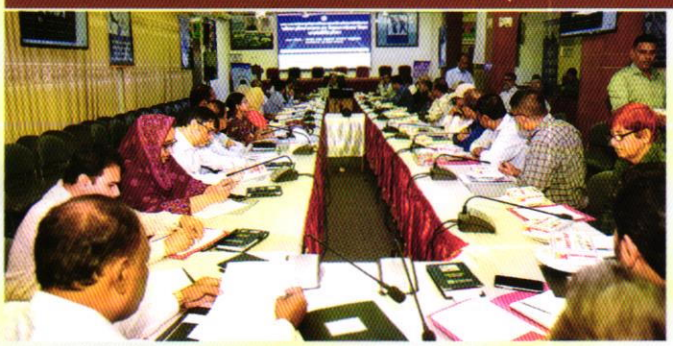

অভিযোগ প্রতিকার ব্যাবস্থাপনা এবং GRS সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ

সম্প্রতি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং GRS সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল মজুমদার এর সভাপতিত্বে উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে মহাপরিচালকের কার্যালয়ের মনোনীত ৩০ জন কর্মকর্তা এবং ঢাকা, খুলনা, ময়মনসিংহ ও বরিশাল বিভাগের ৩৩টি জেলার উপপরিচালকবৃন্দ (ভার্চুয়ালি) অংশগ্রহণ করেন। সভাপতির বক্তব্যে মহাপরিচালক মহোদয় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) ও এর সফটওয়্যার সম্পর্কে দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা করেন।

পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বিষয়ক আলোচনা এবং এপিএতে অর্ন্তভুক্ত GRS সূচক বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। GRS প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট, GRS বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা, GRS বিষয়ে সাধারণ ও ব্যবহারিক ধারণা প্রদান এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৫ (পরিমার্জিত ২০১৮) এর উপর আলোচনা করেন উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আতিকুর রহমান। GRS সফটওয়্যার বিষয়ক এবং এর টেক্‌নিক্যাল বিষয় ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব অমলেন্দু বিশ্বাস, প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল উইং এর পরিচালকবৃন্দ ও প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতির পিতার প্রতিকৃতি ও সমাধি সৌধে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) এর শ্রদ্ধাঞ্জলি

ধানমন্ডিস্থ ৩২ নং এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নবযোগদানকৃত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান ও তাঁর সহধর্মিনী প্রফেসর জাহানারা জামান এবং অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়াস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নবযোগদানকৃত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান ও তাঁর সহধর্মিনী প্রফেসর জাহানারা জামান এবং অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নবযোগদানকৃত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড.গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান ধানমন্ডিস্থ ৩২ নং এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ০৯ ডিসেম্বর শনিবার পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান, পরিচালক (বাস্তবায়ন) জনাব মোঃ মানিকহার রহমান,পরিচালক (দা.বি. ও ঋণ) জনাব এ. কে. এম মফিজুল ইসলাম ও অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তাঁর সাথে ছিলেন। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের সহধর্মিনী প্রফেসর জাহানারা জামানও তার সফরসঙ্গী ছিলেন। ৩২ নং এ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান শেষে তিনি সকলকে নিয়ে গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধি সৌধে গমন করেন। সেখানে তিনি সস্ত্রীক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধে পুষ্পস্তবক প্রদান করে শ্রদ্ধা জানান। অতঃপর তিনি জাতির পিতার কবর জিয়ারত করেন। ফাতিহা পাঠ শেষে জাতির পিতার রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন। তিনি সকলকে নিয়ে জাতির পিতার সমাধি সৌধ পরিদর্শন করেন। সেখানে রক্ষিত পরিদর্শন বইতে নিজ অভিব্যক্তি লিপিবদ্ধ করে স্বাক্ষর করেন।

২য় প্রহরে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) টুঙ্গিপাড়াস্থ শহীদ শেখ জামাল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সেখানে পৌছালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জের সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়কে ফুলেল অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর গোপালগঞ্জ জেলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা,কর্মচারীগণের সাথে মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন। শহীদ শেখ জামাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তিনমাস মেয়াদী " গবাদি পশু, হাঁসমুরগি পালন, মৎস্য চাষ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও কৃষি বিষয়ক " প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। " শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি " প্রকল্পের গোপালগঞ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। উক্ত কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণ ভাতা ও সনদ বিতরণ করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান। সভাপতিত্ব করেন গোপালগঞ্জ জেলার উপপরিচালক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান। প্রধান অতিথি মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান যুবদের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি যুবদের মাদক, সন্ত্রাস,জঙ্গিবাদ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখার পরামর্শ প্রদান করেন। যুববান্ধব বর্তমান সরকারের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্প বাস্তবায়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ সহায়তা গ্রহণ করে আত্মকর্মী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করার আহ্বান জানান। যুবসমাজের কল্যাণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সর্বদা যুবদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অনুযায়ী শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের প্রধান অতিথি ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান মহাপরিচালক (গ্রেড -১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অনুযায়ী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মচারীদের অংশ গ্রহণে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে অর্থ বছরের দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত উক্ত শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৩০ জন মনোনীত কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও স্টেকহোল্ডারদের সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলাম, পরিচালক (দা. বি. ও ঋণ) সরকারি কর্মচারি আচরণ বিধি, শৃংখলা ও আপিল বিধিমালা ২০১৮ সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আব্দুর রেজ্জাক অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, উপপরিচালক (প্রশাসন) অভিযোগ প্রতিকার ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচি সম্পর্কে প্রশিক্ষণে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিত করেন। জনাব মো: মোয়াজ্জেম হোসেন গাজী , উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রশিক্ষণ নীতিমালা ২০২২ এর আলোকে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন কৌশল পর্যালোচনা করেন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অনুযায়ী শুদ্ধাচার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জনাব মোহাম্মদ আবুল বাসার,সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান, পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

শহীদ শেখ রাসেল দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন

শেখ রাসেল দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে শহীদ শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন জনাব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ,সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড -১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

১৮ অক্টোবর ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেল এর ৬০তম জন্মদিন। শহীদ শেখ রাসেল এর ৬০ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক শহীদ শেখ রাসেল দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন করা হয়। ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর ঢাকার ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু ভবনে শেখ রাসেল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মগ্রহণে বঙ্গবন্ধুর পরিবার হয়েছিল আলোকিত , দীপ্তিময়। আজ তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো বাঙালি জাতিকেও আলোকিত , দীপ্তিময় করতে পারতেন। তাঁর ক্ষুদ্র পরিসরের নির্মল জীবন আখ্যান পর্যালোচনা করলেই তার নির্ভীকতা ও দূর্জয় মনোবল এর পরিচয় পাওয়া যায়। তাই শেখ রাসেল দীপ্তিময় , নির্ভীক নির্মল দুর্জয়। জাতির পিতা তার প্রিয় লেখক খ্যাতিমান দার্শনিক ও নোবেল জয়ী ব্যক্তিত্ব বার্ট্রান্ড রাসেলের নামানুসারে তাঁর নাম রাখেন 'রাসেল'। শৈশব থেকেই দূরন্ত প্রাণবন্ত রাসেল ছিলেন পরিবারের সবার অতি আদরের ।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে যুব ভবনের নামাজ ঘরে পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সকাল ১০.০০টায় শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সে স্থাপিত তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড.মহিউদ্দীন আহমেদ,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এবং মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

দুপুর ১২.০০ টায় যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে শহীদ শেখ রাসেল দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। বক্তাগণের স্মৃতিচারনমূলক আলোচনায় ফুটে উঠে শেখ রাসেলের সংক্ষিপ্ত অথচ বৈশিষ্ঠ্যপূর্ন জীবনালেখ্য।

শেখ রাসেল হৃদয় নিংড়ানো এক অনুভূতির নাম,সম্ভাবনাময় এক অপ্রস্ফুটিত পুষ্প। জীবনের অতি প্রত্যুষেই শিশু শেখ রাসেলের শৈশব আনন্দ কেড়ে নেয় বাঙালি জাতির স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি। জাতির পিতার বিরুদ্ধে জান্তাদের দানবীয় ষড়যন্ত্র শিশু শেখ রাসেলকে নিয়ে গেছে ইতিহাসের ভাগ্যাহত নক্ষত্রদের কাতারে। শেখ রাসেল এক অনন্ত বেদনার কাব্য। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে ধানমন্ডির ৩২ নং সড়কের বাড়িতে বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের সাথে ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকান্ডের শিকার হন শেখ রাসেল। নিষ্পাপ শিশু রাসেলের আকুতিতে কর্ণপাত করেনি পাষাণ ঘাতকচক্র। বুলেটের আঘাতে নৃশংসভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে নিষ্পাপ শিশু শেখ রাসেলের বুক।

নৃশংস ঘাতকরা সেদিন শিশু শেখ রাসেল কে হত্যা করলেও, হত্যা করতে পারেনি শেখ রাসেলের আদর্শকে। নিশীথের তারা হয়ে আলোর প্রদীপ শিখা হয়ে বাংলার প্রতিটি ঘরে আদর্শ শৈশব হয়ে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে শেখ রাসেল।

নবযোগদানকৃত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামানকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এবং মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

নবযোগদানকৃত মহাপরিচালক (গ্রেড -১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান কে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

গত ০৪. ১২.২০২৩ খ্রি, তারিখ রোজ সোমবার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নবযোগদানকৃত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান'কে যুব ভবনে সংবর্ধনা জানানো হয়। সকাল ৯.৩০ টায় মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে এসে পৌঁছালে পরিচালকগণ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তিনি ভবনের নিচতলায় স্থাপিত মুজিব কর্নার পরিদর্শন করেন। অতঃপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে, সেখানে অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নতুন অবিভাবকের আগমনের অপেক্ষায় অপেক্ষমান ছিল। শুরুতেই পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব খোন্দকার মোঃ রুহুল আমিন এর নেতৃত্বে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নতুন মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। পর্যায়ক্রমে সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী, ঢাকা জেলা ও কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র কর্তৃক ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

নবযোগদানকৃত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড.গাজী মোঃ সাইফুজ্জামানকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম অবহিত করণার্থে কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সূচনা পর্বে পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান নবযোগদানকৃত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান এর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন এবং ব্যক্তিগত তথ্যাবলি সংক্ষিপ্তাকারে সভায় উপস্থাপন করেন। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের আহ্বানে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন। পরিচালকগন তাঁদের উইং এর কার্যক্রম ও অগ্রগতি উপস্থাপনের মাধ্যমে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) কে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয় এই আয়োজনে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে উপস্থিত সকলকে বিজয় মাসের শুভেচ্ছা জানিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি কৃতজ্ঞতা জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি। দেশের এক তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী যুবসমাজের উন্নয়নে তাঁর মেধা ও শ্রম দিয়ে যুবপরিবারকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। সততা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সকল পর্যায়ে কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে আহ্বান জানান।

" শান্তি ও উন্নয়নে যুবসমাজের ভূমিকা " শীর্ষক সেমিনার আয়োজিত

শান্তি ও উন্নয়নে যুবসমাজের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিতির একাংশ।

শান্তি ও উন্নয়নে যুবসমাজের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড -১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান ।

১০ ডিসেম্বর ২০২৩ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ও বিজয়ের মাস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর " শান্তি ও উন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকা " শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে। জনাব খোন্দকার মোঃ রুহুল আমিন , পরিচালক (প্রশিক্ষণ) যুগ্মসচিব এর সভাপতিত্বে যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে সেমিনারটির আয়োজন করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান উক্ত সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সূচনা করা হয়। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান , পরিচালক (প্রশাসন)। পরিচালক প্রশাসন তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিস্তারিত পরিসংখ্যান তুলে ধরে যুব সমাজের ভূমিকার প্রশংসা করেন। সেমিনার আয়োজনে ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব মোঃ আতিকুর রহমান , উপপরিচালক (প্রশাসন)। মূল প্রবন্ধে উপপরিচালক শান্তি ও উন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকা বর্ণনায় সংবিধান অনুযায়ী যুব জনগোষ্ঠীর অধিকার , চ্যালেঞ্জ / ঝুঁকি, মূল্যবোধ , মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ এবং এতে যুবসমাজের সম্পৃক্ত হওয়া ও উত্তরণের উপায় এবং সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন। যুবসমাজের উন্নয়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভূমিকাও তুলে ধরেন।

মূল প্রবন্ধের উপস্থাপনের পর এর উপর মূখ্য আলোচনায় মূখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন জনাব এম এ আখের,পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। মূখ্য আলোচক তাঁর বক্তব্যে যুব সমাজের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাল্যবিবাহ ও নারীর পশ্চাৎপদতার বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি আগামী দিনগুলোতে যুব সমাজের উন্নয়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির বর্ণনা দেন।

প্রধান অতিথি ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান তাঁর প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি জানান যে, সুদূর অতীত থেকে এ অঞ্চলটি বিভিন্ন বহিরাগত কর্তৃক শাসিত হয়ে আসছিল। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম আমাদের আত্মোপলব্ধি করতে শেখান এবং স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করেন। তিনিই প্রথম জাতিকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীনতা আনয়ন করেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁরই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পথে অদম্য শক্তিতে অগ্রসর হচ্ছেন, আর এ অগ্রযাত্রায় যুবসমাজই হবে প্রধান নিয়ামক। তিনি যুবসমাজের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান দেশ গড়ার পবিত্র দায়িত্ব পালনে। তিনি বলেন, দেশের জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ , যারা জাতীয় উন্নয়নের ধারক ও বাহক। দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ জাতীয় জীবনে সকল ক্ষেত্রে যুবসমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। গ্লোবালাইজেশন ও দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে যুবদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই দেশের চলমান অগ্রযাত্রায় শরীক হতে হবে। মাদকের অপব্যবহার রোধসহ জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, যৌতুক বিরোধী, বাল্যবিবাহ বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে হবে। যুবসমাজকে সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে যুবসমাজকে সর্বাগ্রে স্মার্ট হতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনায়ন করা হয়েছে। যুগোপযোগি প্রশিক্ষণ কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যুবনারীদের ক্ষমতায়নসহ যুব নেতৃত্ব সৃষ্টি ও সার্বিক ভাবে যুব কল্যাণার্থে আইন , বিধি ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।

অধিবেশনের ২য় পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থী, যুব উদ্যোক্তা, যুব সংগঠক, সভাপতি (যুব কাউন্সিল) এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বক্তব্য প্রদান করেন।

অত:পর সভাপতি জনাব খোন্দকার মোঃ রুহুল আমিন , পরিচালক (প্রশিক্ষণ) যুগ্মসচিব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাঁর সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শেরপুর জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রি-ল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র,ভাতা ও যুব ঋণের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

মুন্সিগঞ্জ জেলায় জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও মাদকবিরোধী কর্মকান্ড/নৈতিকতার অবক্ষয় ও বিপদগামীতা রোধকল্পে যুবদের ভূমিকা শীর্ষক জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব মোঃ মানিকহার রহমান, পরিচালক (বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুব সংগঠন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুবসমাজের ভূমিকা

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুবসমাজের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান , মহাপরিচালক (গ্রেড-১) , যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুবসমাজের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালায় অংশ গ্রহণকারীদের একাংশ

উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলা বাংলাদেশের এখন লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ। স্মার্ট সিটিজেন,স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট গভর্নমেন্ট- এই চারটি মূল ভিত্তির ওপর গড়ে উঠবে স্মার্ট বাংলাদেশ। ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সাশ্রয়ী, টেকসই,বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞান ভিত্তিক, উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়াই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে যুবসমাজকে।

২০২৩খ্রি. বছরের শেষ দিনে ৩১ ডিসেম্বর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক " স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুবসমাজের ভূমিকা " শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত কর্মশালার উদ্বোধন করেন। পরিচালক (বাস্তবায়ন) জনাব মোঃ মানিকহার রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ আগস্ট এ তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। জাতীয় চারনেতা ও স্বাধীনতাযুদ্ধে নিহতদের প্রতিও শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন প্রযুক্তির উৎকর্ষে পৃথিবীর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সময়ের সংগে সংগে বদলে গেছে বিশ্ব। একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপট- বিবেচনায় প্রযুক্তিই এক ধরণের শাসন করছে পুরো বিশ্বকে। আধুনিক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে প্রযুক্তিগত জ্ঞান, প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ও যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে আমাদের সবারই অবগত হওয়া সময়ের দাবি। তিনি আরও বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রূপকল্প ২০২১ , ২০৩১ ও ২০৪১ ঘোষণা করেছিলেন। ওই রূপকল্পে ২০৩১ সালে বাংলাদেশকে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নতদেশে রূপান্তরিত করার বিষয়টিকে প্রধান্য দেয়া হয়েছিল।

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব আবু সালেহ মোঃ মাহফুজুল আলম, কনসালটেন্ট (উপসচিব), এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম। তিনি তাঁর প্রবন্ধে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের চারটি স্তম্ভ; স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সমাজব্যবস্থা, স্মার্ট অর্থনীতি এবং স্মার্ট সরকার নিয়ে একটি উপভোগ্য বক্তব্য উপস্থাপন করেন। স্তম্ভভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা এবং এর বাস্তবায়ন ও চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মূল প্রবন্ধের উপর মূখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল মজুমদার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ) ও চিফ ইনোভেশন অফিসার, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনালগ্নে স্বাগত বক্তব্যে জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান, পরিচালক (প্রশাসন) ও এপিএ টিম প্রধান, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বলেন, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি মুক্তিসংগ্রামে দেশের তরুণ সমাজের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। আমাদের দূরদর্শী প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুবসমাজই হবে একমাত্র নিয়ামক।

কর্মশালার ২য় অধিবেশনে ছিল গ্রুপ ওয়ার্ক। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুবসমাজের ভূমিকা, পরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ে তিনটি গ্রুপের সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে তা উপস্থাপন করা হয়।
অতঃপর কর্মশালার সভাপতি জনাব মোঃ মানিকহার রহমান পরিচালক (বাস্তবায়ন) কর্মশালা আয়োজনের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। কর্মশালাটি সাফল্যজনকভাবে আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুব সমাজের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালায় আলোচিত ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে যথাশীঘ্র কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের আশাবাদ ব্যক্ত করে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জাতীয় যুব দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে জয়পুরহাট জেলায় বর্ণাঢ্য যুবর‍্যালি

জাতীয় যুব দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলায় সফল আত্মকর্মী ও শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠকদেরকে সম্মাননা প্রদান

আগুন সন্ত্রাসীদের রুখে দিতে যুবকদের কাজ করতে হবে

শেখ হাসিনাতেই আস্থা শীর্ষক ক্যাম্পেইন এডভোকেসি প্রোগ্রাম ও জাতীয় যুব কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে শান্তি , সংহতি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে যুব সম্মেলনে প্রধান অতিথি ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান বলেছেন, 'যুবকরাই মহান স্বাধীনতা,ভাষা আন্দোলন ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে। আমরা স্মার্ট বাংলাদেশে পা দিয়েছি। এখন কেউ কেউ আমাদের বাধাগ্রস্ত করতে চায়, চূড়ান্ত উন্নয়নকে থামিয়ে দিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে ও দেশের উন্নয়নে আমাদের একসাথে লড়তে হবে।'

তিনি বলেন, 'ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুড়ে মারা যাওয়া শিশুটির ছবি দেখলেই চোখে পানি এসে যায়। আজকেও এক ধরনের যুদ্ধ আছে , মানুষ পুড়ে মারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আজকে আমরা নিজের অধিকার বাস্তবায়ন করতে চাই, উন্নয়ন যারা বাধাগ্রস্ত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাই। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় আমরা জয়ী হবোই ইনশাআল্লাহ। '

২২ ডিসেম্বর শুক্রবার শেখ হাসিনাতেই আস্থা, শীর্ষক ক্যাম্পেইন এডভোকেসি প্রোগ্রাম ও জাতীয় যুব কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে স্মার্ট যুব সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ, শান্তি, সংহতি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে যুব সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর কল্যাণপুরে ই লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং সেন্টার অডিটোরিয়ামে এই যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ৬৪ জেলা থেকে যুব কাউন্সিলররা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) মোঃ আঃ হামিদ খান বলেন, যুবকরাই এদেশের প্রাণশক্তি। দেশের টেকসই উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হলে শান্তি, শৃঙ্খলা, যোগ্য নেতৃত্ব দরকার। শান্তি, সংহতি বাস্তবায়ন প্রয়োজন। আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের যুবদের ভূমিকা রাখতে হবে।

পরিচালক (অর্থ) আব্দুর রেজ্জাক বলেন, আজ থেকে ষাট বছর আগে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল শুধুমাত্র নৌকা। এখন এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রোরেলসহ যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু গবেষক আফিজুর রহমান বলেন,বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি। এখন আজকের যুবকদের যুদ্ধ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আগুন সন্ত্রাসীদের রুখে দিতে কাজ করতে হবে যুবদের। উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে শেখ হাসিনাতেই আস্থা রাখতে হবে।

ই লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং সেন্টারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও যুব কাউন্সিলের নির্বাচিত সভাপতি মাসুদ আলম বলেন, বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস করে দেয়। এখনও তারা দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগুন সন্ত্রাস করছে। এটা করতে দেওয়া যাবে না। এজন্য যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে। এছাড়া সারাদেশে উদ্যোক্তা তৈরির কাজ করতে অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়কে ভূমিকা নিতে হবে। জাতীয় যুব কাউন্সিলের গেজেট প্রকাশ করে আমাদের কাজকে গতিশীল করতে হবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঢাকা জেলার উপপরিচালক বিরাজ চন্দ্র সরকার, যুব কাউন্সিলের দপ্তর সম্পাদক জিয়াউল হক জিহাদসহ ২৭ জন যুব কাউন্সিলর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ঋণ ও আত্মকর্মসৃজন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালা

ক্ষুদ্রঋণ , আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শীর্ষক কর্মশালা এবং যুব উদ্যোক্তা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক্ষুদ্রঋণ, আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শীর্ষক ময়মনসিংহ বিভাগের আঞ্চলিক কর্মশালা এবং আত্মকর্মী যুব উদ্যোক্তা সমাবেশে প্রধান অতিথি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ শাখার তত্ত্বাবধানে ময়মনসিংহ বিভাগের ঋণ ও আত্মকর্ম সৃজন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শীর্ষক কর্মশালা এবং আত্মকর্মী- যুব উদ্যোক্তা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৬-১২-২০২৩খ্রি. তারিখে জামালপুর জেলায় কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। জামালপুর জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ শফিউর রহমান এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ কামরুজ্জামান বিপিএম,পুলিশ সুপার, জামালপুর, জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান, পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জনাব মোঃ আব্দুর রেজ্জাক, পরিচালক (অর্থ) এবং জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলাম, পরিচালক (দা. বি. ও ঋণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুবসমাজকেই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে। তাঁরা নিজেরা যেমন আলোকিত হবে, তদ্রুপ সমাজ ও দেশকে আলোকিত করবে। তিনি আরো বলেন , যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবদের আত্মকর্মী এবং আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তায় পরিণত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে প্রকল্প বাস্তবায়নে ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। অধিকহারে যুবদের উদ্যোক্তায় পরিণত করতে এবং ঋণের আওতা বৃদ্ধির জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং এনআরবিসি ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। সুতরাং অর্থ কোন সমস্যা না। আগ্রহী প্রশিক্ষিত যুবরা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনা জামানতে ঋণ নিতে পারবেন। যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান তৈরির জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্প্রতি নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং আরো বেশ কিছু প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে, যা অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করবে। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপস্থিত সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করে যুবদের কর্মসংস্থানে কার্যকর ভূমিকা রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। এ কর্মশালার মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশমালা যুব কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।